ছড়া

বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম উপকরণ ছড়া। সাহিত্যের যেমন দুটি ধারা–লোকসাহিত্য ও শিষ্টসাহিত্য, ছড়ারও তেমনি দুটি ধারা রয়েছে। এখন শিষ্টসাহিত্যেও ছড়া লেখা হয়। আমাদের আলোচনার বিষয় লোকসাহিত্যের ছড়া। এ জাতীয় ছড়াগুলির কোন স্রষ্টা সাধারণত পাওয়া যায় না। কারণ ছড়া মূলত ঐতিহ্যবাহিত। এ সংহত সমাজের সৃষ্টি, এতে ব্যক্তিবিশেষের কোন ভূমিকা নেই। লোকসাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটির তাই নির্দিষ্ট কোন স্রষ্টা নেই। লোকসাহিত্যের অন্যান্য রচনার মতো ছড়াও তাই গোষ্ঠীগত রচনা। তাই বলে এই নয় যে, লোকসমাজের সকল মানুষ একত্রিত বসে লোকসাহিত্যের সৃষ্টি করেছে। লোকসাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা থাকতে পারে, কিন্তু লোকসমাজে যেহেতু ব্যক্তি প্রচেষ্টার স্বতন্ত্র কোন স্বীকৃতি নেই, সমষ্টিচেতনা বা গোষ্ঠীচেতনা সেখানে মুখ্য, তাই সেখানে স্রষ্টার একক অনুসন্ধান বৃথা।

ছড়ার বৈশিষ্ট্য :-

- ছন্দোবদ্ধ চরণান্তিক মিলবিশিষ্ট স্বল্পায়তনের লোককবিতা হল ছড়া।
- ছড়ায় সাধারণত ভাবৈক্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। যদি কোনো ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে তা অসংলগ্নভাবে প্রকাশ পায়।
- ছড়া সাধারণত আবৃত্তিমূলক।
- ছড়ার বিষয়বস্তু ও ব্যবহার মূলত নারী ও শিশুকেন্দ্রিক, অনেকের কাছে ছড়া তাই মেয়েলি ও ছেলেভুলানো।
- তবে ছড়া কেবল নারী ও শিশুর সম্পদ নয়, এর মধ্যে পরিণত বুদ্ধির মানুষের মনোজগতের অনেক খোরাক নিহিত আছে।

- লোকজীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত ছড়ায় অনেকসময়ই আপাত অসংলগ্নতার মধ্যেও অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।
- ছড়া সাধারণত শিশুতোষ রচনা হিসেবে পরিচিত। শিশুর মনোরঞ্জন, অবসরযাপন, জ্ঞানবৃদ্ধি ও নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে এর চর্চা হয়ে থাকে। তবে কিছু কিছু ছড়া সকল বয়সের লোকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বাংলা ছড়াগুলিকে বিষয়ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়: ছেলেভুলানো ছড়া, খেলার ছড়া, সামাজিক ছড়া, ঐতিহাসিক ছড়া, আচার-অনুষ্ঠানমূলক ছড়া, ঐন্দ্রজালিক ছড়া, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ছড়া, পেশাভিত্তিক ছড়া ও নীতিশিক্ষামূলক ছড়া।

অল্পবয়স্ক শিশুদের ভুলানো বা আনন্দ দেওয়ার জন্য মা-বোন, দিদা-ঠাকুরমা প্রমুখ যেসব ছড়া আবৃত্তি করে, সেসব ছেলেভুলানো ছড়া। অনেক সময় শিশু-কিশোররা নিজেরাই ছড়া আবৃত্তি করে আনন্দ উপভোগ করে। এগুলিকে শিশুতোষ ছড়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিশোর-তরুণ-যুবক যেসব ছড়া বলে খেলা করে বা খেলা উপলক্ষে ছড়া বলে, সেসব খেলার ছড়া নামে পরিচিত। হাডুডু কানামাছি ইতাদি খেলায় এরূপ ছড়ার প্রচলন আছে।

শিশু-কিশোরদের মধ্যে লঘু হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ছড়া রচিত হয়। এতে প্রধানত সমবয়সী ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, জামাতা, পশু-পাখি ইত্যাদিকে ব্যঙ্গ বা সমালোচনা বা হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। কোনো কোনো কাজে শ্রমলাঘব করা ও প্রেরণা দেওয়া বা চিত্তবিনোদনের জন্যও ছড়া রচিত হয়। বাইস্কোপ দেখানোর সময় ছড়া কেটে চিত্রের বর্ণনা দেওয়া হয়; এটি জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। নীতি-উপদেশ, অঙ্ক-জ্যোতিষ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান দানের জন্যও ছড়া আছে।

সামাজিক ছড়াগুলি রচিত হয় পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন, শাশুড়ি-বধূ, জামাতা, ধোপা-নাপিত, মালী, তাঁতি, কামার, কুমার, দারোগা, পেয়াদা, জমিদার, রাজা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে। ঐতিহাসিক ছড়াগুলিতে জাতীয় জীবনের অনেক অলিখিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকে। 'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে' এ ছড়াটিতে বর্গী কর্তৃক বাংলা আক্রমণের কথা আছে। 'জাত মারলে পাদ্রী ধরে/ ভাত মারলে নীল বাঁদরে। বিড়াল চোখে হাঁদা হেমদো/ নীলকুঠির নীল মামদো।' এ ছড়াটিরও ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। খ্রিস্টান পাদ্রি অসহায় মানুষের ধর্মনাশ করে, আর নীলকর সাহেব কৃষকের ভূমি ও রুজি গ্রাস করে। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদে এলো বান/ শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যা দান।' এ ছড়ায় এক পাত্রে তিন কন্যা সম্প্রদান তথা বহুবিবাহের চিত্র আছে। গোপীচন্দ্রের গান বা নাথগীতিকায় রাজপুত্র গোপীচন্দ্র রাজকন্যা অদুনাকে বিয়ে করে পদুনাকে দান হিসেবে লাভ করে; এখানে আছে শ্যালিকাকে পত্নীরূপে লাভ করার দৃষ্টান্ত।

মন্ত্রের ছড়ায় প্রাচীন বিশ্বাস-সংস্কারের বীজ আরও সজীব ও প্রকট। বৃষ্টি আবাহনের জন্য বলা হয়, 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দিব মেপে'; আবার বৃষ্টি বারণের জন্য বলা হয় 'লেবুর পাতায় করঞ্চা, এই মেঘ তুই উড়ে যা' ইত্যাদি। বৃষ্টির আবাহনে ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু আচার পালনেরও ব্যাপার আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মাথায় কুলো নিয়ে বাড়ি বাড়ি যায় এবং ছড়া বলে মাগনের চাল-ডাল সংগ্রহ করে; গৃহস্থরা তখন সেই কুলোয় জল ঢালে আর সেই জল কুলোর গা বেয়ে মাটিতে পড়ে। এটি হলো বৃষ্টির নকল।

ব্রতের ছড়ায় আরাধ্য দেবতার কাছে মনস্কামনা ব্যক্ত করে ফলের প্রত্যাশা করা হয়। দশপুত্তল ব্রতে সুস্থ, সুন্দর ও আদর্শ জীবন কামনা

করা হয়; ভাইফোঁটা ব্রতে সহোদর ভাইয়ের সৌভাগ্য ও মঙ্গল কামনা করা হয়; লক্ষ্মীর ব্রতে পিতা-ভ্রাতার নিরাপদ বাণিজ্য-যাত্রা কামনা করা হয়। এছাড়া সন্তান, ভালো ফসল, নীরোগ জীবন ইত্যাদি লাভের উদ্দেশ্যে আরও অনেক ব্রত আছে যাতে ছড়ার মাধ্যমে মনস্কামনা ব্যক্ত করা হয়। এসব ছড়ায় ধর্মের আড়ালে বিষয়বুদ্ধিই প্রধান থাকে; পরকালের সুখ-স্বপ্ন-আনন্দ এতে অনুপস্থিত।

(১) সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী :-- [৫ নম্বরের]

ক। ছড়া কাকে বলে ? ছড়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

খ। লৌকিক ছড়া ও সাহিত্যিক ছড়ার পার্থক্য নিরূপণ কর।

গ। ছড়ার বিষয় বৈচিত্র্যের পরিচয় দাও।

ঘ। সামাজিক ছড়ার বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।

ঙ। ব্রতের ছড়ার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী ?

চ। মন্ত্রের ছড়া কাকে বলে ? এই ছড়াগুলির অভিনবত্ব কোথায় ?

(২) সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী :-- [১০ নম্বরের]

ক। ছড়া কাকে বলে ? ছড়ায় বিষয়বস্তুর যে অভিনবত্ব দেখা যায় তা তোমার নিজের ভাষায় আলোচনা কর।

খ। বাংলা লৌকিক ছড়ায় পারিবারিক জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণার যে ছবি ফুটে উঠেছে তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

গ। বাংলা ছড়ায় সমাজজীবনের যে বিচিত্র রূপ প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।